আজকের কাগজ

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

68

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণে জালিয়াতি

মীর শাহ আলম ঃ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কমপক্ষে ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে ২৬টি কলেজ থেকে নতুন ও ভুয়া রেজিস্ট্রেশন এবং অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কুমিল্লা জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগ বিষয়টি তদন্ত করছে। সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বিভিন্ন সরকারি কলেজ থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে এমন কলেজগুলোতে গিয়ে অবৈধভাবে পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে সর্বনিম্ন ৫ থেকে ৬ হাজার টাকার নতুন রেজিস্ট্রেশন ও অন্তর্ভুক্তি ফরম পূরণ করেছে। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার সময় কলেজগুলো শিক্ষা বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় '৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ম বহির্ভূতভাবে কমতি ফি হিসেবে ফরম পূর্ব মুহূর্তে জমা দিয়েছে। সূত্র জানায়, দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্তের উদ্দেশে এইচএসসি'র রেজিস্ট্রেশন ফি সংক্রান্ত বোর্ডের হিসার শাখার (জমা) ১৪ নং লেজার, পরীক্ষার্থীদের অগ্রণীপত্র, অন্তর্ভুক্তি ফরম, ভর্তি বিবরণী ও রেজিস্ট্রেশন বিবরণীসহ যাবতীয় কাগজপত্র তলব করেছে। এদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত এড়ানোসহ দুর্নীতি ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে ব্যস্ত আছে এ অজুহাত দেখিয়ে দুর্নীতি দমন বিভাগকে এখন তদন্ত না করার অনুরোধ জানিয়েছে সূত্র আরো জানায়, দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্তের জন্যে ১৪ নং লেজার (খতিয়ান) বইয়ের যে সব ক্রমিক নম্বরে কলেজগুলোর কমতি ফিস জমা দেয়া হয়েছে' তা ইতিমধ্যে সুনির্দিষ্ট করেছে। উল্লেখিত লেজারের ক্রমিক নম্বরগুলো হচ্ছে-নং ৪৩০ লালমাই কলেজ (কুমিল্লা) ১৭ হাজার ২৫০ টাকা, নং-৪৩১ দত্তপাড়া কলেজ (লক্ষীপুর) ৬ হাজার ৭৭১ টাকা, নং ৪৩২ নারায়ণহাট কলেজ (চট্টগ্রাম) ৩ হাজার ৪১৭ টাকা, নং ৪৩৩ চোয়ারা কলেজ (কুমিল্লা) ২২ হাজার ৯৮১ টাকা, নং ১৩৩৭ সোনাইমুড়ি কলেজ (নোয়াখালী) ১ হাজার ৩৬২ টাকা, নং ১৩৪৪ রাজানগর রানীরহাট কলেজ (চট্টগ্রাম) ২ হাজার ৯৮১ টাকা, নং ১৩৫১ ওমর গনি এমইএস কলেজ (চট্টগ্রাম) ৯ হাজার ৬৮৭ টাকা, নং ১৩৫৩ সরাইল কলেজ (বিবাড়িয়া) ৪ হাজার ৮৭৫ টাকা, নং ১৩৫৪ আখাউড়া শহীদ স্মৃতি কলেজ (বিবাড়িয়া) ৩ হাজার ২৫১ টাকা, নং-১৩৫৫/৫৬ সামছুল হক কলেজ (কুমিল্লা) ১২ হাজার ৯৫০ টাকা, নং-১৩৬৭ আমির হোসেন জোবায়দা কলেজ (কুমিল্লা) ৩ হাজার ৪৮৫ টাকা, নং ১৩৬৮ দঃ রাঙ্গুনিয়া পদুয়া কলেজ (চট্টগ্রাম) ৫ হাজার ৭ টাকা, নং ১৩৬৯ এম শাহ আলম চৌধুরী কলেজ (চট্টগ্রাম) ১১ হাজার ৪১ টাকা, নং ১৩৭৬ পয়ালগাছা কলেজ (কুমিল্লা) ১৬০ টাকা, নং ১৩৭৮ পানছড়ি কলেজ (খাগড়াছড়ি) ৫ হাজার ২৫২ টাকা, নং-১৩৮০ বি বাড়িয়া পৌর কলেজ (বি বাড়িয়া) ৪ হাজার ১৫০ টাকা, ১৩৮১/৮৭ ওনবতী কলেজ (কুমিল্লা) ২৯ হাজার ৪৮৫ টাকা, নং ১৩৮২ কধুরখীল জে এ কলেজ (চট্টগ্রাম) ৫ হাজার ৫ শ' টাকা, নং-১৩৮৪ গহিরা কলেজ (চট্টগ্রাম) ৭ হাজার ৬২১ টাকা, নং-১৩৮৮ কুমিল্লা অজিত গুহ কলেজ (কুমিল্লা) ১ হাজার ৫০০ টাকা, নং-১৩৮৯ নাঙ্গলকোট হাছান মেমোরিয়াল কলেজ (কুমিল্লা) ১০ হাজার ৪২৫ টাকা, নং-১৩৯০ চলন কলেজ (কুমিল্লা) ৩০৮ টাকা, নং-১৩৯২ পঃ পটিয়া এজে চৌধুরী কলেজ (চট্টগ্রাম) ৪ হাজার ৪৭ টাকা, নং-১২৯৫ উঃ সাতকানিয়া জাফর আহাম্মদ চৌধুরী কলেজ (চট্টগ্রাম) ২ হাজার ৭৩০ টাকা, নং-১৩৩৩ বাধেরহাট এএম কলেজ (নোয়াখালী) ১ হাজার ১ শ' টাকা এবং নং-১২৫২ ঢাকা দক্ষিণ কলেজ (সিলেট) ২ হাজার ৫১০ টাকা। উল্লেখিত ২৬টি কলেজের মধ্যে শেষ ৩টি কলেজের টাকা জমা হয়েছে গত '৯৪ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে। বাকি ২৩টি কলেজের টাকা জমা হয়েছে চলতি '৯৫ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের বিভিন্ন তারিখে। কমতি ফি হিসেবে ২৬টি কলেজের মোট জমাকৃত টাকার পরিমাণ ১ লাখ ৯৬ হাজার ৮শ' ৪৬ টাকা। সূত্র জানায়, জনৈক কর্মকর্তার আদেশে কমতি ফি হিসেবে কলেজগুলোর জমা দেয়া টাকা শিক্ষা বোর্ডের হিসাব শাখায় জমা হলেও কলেজগুলোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রদত্ত অগ্রণীপত্রের (চাহিদা পত্র) তথ্যাদিতে কোথাও কমতি ফি-এর কথা উল্লেখ নেই। সূত্র আরো জানায়, নিয়ম বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত কমতি ফি বোর্ডের হিসাব শাখায় জমা হতে থাকায় কয়েকজন কর্মচারি স্বাক্ষরিত এক অবগতিপত্রে গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৫ বোর্ডের সেক্রেটারী কাজী হারুনুল হকের কাছে কমতি ফি জমার জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে কমতি ফি জমার বিষয়ে অবগতিপত্র পাওয়ার পর এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ৪ মাসেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে কোন আদেশ দেননি বলে জানা গেছে।